অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিল্পখাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। জাতীয় আয় নির্ণয়ে ১৫টি খাতের মধ্যে সমন্বিত শিল্পখাতে অন্তর্ভুক্ত আছে ৪টি খাত যথা (মাইনিং এবং কোয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ-গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ)। তন্মধ্যে ম্যানুফ্যাচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ । ২০০৩-০৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান শতকরা ১৬.২৫ ভাগ ধরা হয়েছে যা বিগত বছরের চেয়ে ০.৪৮ ভাগ বেশী। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭.৪১ ভাগ ধরা হয়েছে যা বিগত অর্থবছরের চেয়ে শতকরা ০.৬৬ ভাগ বেশি। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বর্তমান বছরের প্রবৃদ্ধি বিগত ৫ বছরের অর্জিত প্রবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারায় শুভ সূচনা করেছে। এ প্রবৃদ্ধি অর্জনের চালিকা শক্তি হচ্ছে নীটওয়্যার ও তৈরি পোষাক শিল্প। নিম্নের সারণি ৮.১ এ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৩-০৪ অর্থবছর পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে ঃ

সারণি ৮.১ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার
(১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

শিল্প	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪ (সাময়িক)
ক্ষুদ্র ও কুটির	৮১২৪.০	৮১৮৪.৯	৮৬৫৯.৩	৯২৬৭.৪	১০৬৯৯.৬	১০৭৮০.০	১১৫১৭.৯
	(৬.৮)	(০.৭৫)	(৫.৮)	(৬.৬)	(৭.২)	(৮.০)	(৭.৭)
শিল্পমাঝারী থেকে বৃহৎ	১৯৯৬৬.৮	২০৮০৩.৩	২১৭০৮.৬	২৩১৩০.২	২৪১৯৪.১	২৫৭৮০.৮	২৭৬৬৭.২
	(৯.৩)	(৪.২)	(৪.৪)	(৭.০)	(৪.৬)	(৬.৬)	(৭.৭)
শিল্পমোট	২৮০৯০.৮	২৮৯৮৮.২	৩০৩৬৭.৯	৩২৩৯৭.৬	৩৪১৭৪.২	৩৬৪৮০.৮	৩৯১৮৫.১
	(৮.৫)	(৩.২)	(৪.৮)	(৬.৭)	(৫.৫)	(৬.৮)	(৭.৪)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার।

বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে উদ্দীপ্ত ও গতিশীল ব্যক্তি খাতের ভূমিকাই হবে প্রধান। বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নের দিকভাস (Vision) হচ্ছে আগামী এক দশকের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে জিডিপি'র অংশ হবে ৩৫ শতাংশ এবং কর্মরত জনশক্তির অংশ হবে ৩০ শতাংশ। রপ্তানিবৃদ্ধি হবে শিল্পখাতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। শিল্পনীতি অনুযায়ী এ খাতের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হবে - দারিদ্র বিমোচন ত্বরান্বিত করাসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME) এবং ক্ষেত্র বিশেষে বৃহদায়তন শিল্পকে লাভজনক ভাবে পরিচালনা করা; অধিক মাত্রায় শিল্প বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে উৎপাদনের ভিত্তি প্রসারিত করা; সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা; প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা; শিল্প প্রতিষ্ঠানে মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা; বিনিয়োগের অগ্রাধিকার প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রণোদনা কাঠামোর সংশোধন ইত্যাদি। বর্তমানে সংরক্ষিত শিল্পখাত (অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি; পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন; সিকিউরিটি মুদ্রণ ও টাকশাল; সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় বনায়ন এবং যান্ত্রিক আহরণ) ব্যতীত অন্য যে কোন শিল্প স্থাপনে সরকারের কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। বিনিয়োগের পরিমাণ এবং অংশীদারিত্বের সীমা নির্বিশেষে যৌথ উদ্যোগে বা ১০০% বিদেশি বিনিয়োগে কোন শিল্প স্থাপন এবং বিদ্যমান শিল্পের বিএমআরই করার ক্ষেত্রে সরকারের কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর শিল্প প্রবৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণের জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত দেশীয় বস্ত্রখাত, চামড়াজাত দ্রব্য, কৃষিজাত শিল্প পণ্য, বাই-সাইকেল ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি রপ্তানি প্রসারের লক্ষ্যে নগদ সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। শিল্প বৃদ্ধি উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে থ্রাষ্ট সেক্টরভুক্ত সকল শিল্প

যেমন- বস্ত্র শিল্প (তৈরি পোশাকসহ), কৃষি নির্ভর শিল্প, কম্পিউটার সফ্টওয়্যার ও তথ্য প্রযুক্তি/ডাটা রপ্তানি, কৃত্রিম ফুল উৎপাদন, হিমায়িত খাদ্য (হিমায়িত মুরগি ও মাংসসহ), উপহার সামগ্রী, ১০০% রপ্তানীমুখি ফিনিশ্ড লেদার গুড্স ও পাটজাত পণ্য, জুয়েলারি এবং ডায়মন্ড কাটিং ও পলিশিং, তৈল ও গ্যাস, গুটি পোকার চাষ ও রেশম শিল্প, ষ্টাফড টয়েজের জন্য মেয়াদি প্রকল্প ঋণের সুদের হার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ১০-১২.৫০ শতাংশের স্থলে ৯ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে। তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত শিল্প ইত্যাদি পণ্যের রপ্তানির জন্য প্রাক-জাহাজিকরণ ও প্যাকেজিং ক্রেডিটের সুদের হার ৮-১০ শতাংশের স্থলে ৭ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়া সাধারণভাবে ব্যাংক ঋণের সুদের হার হ্রাসের লক্ষ্যে ব্যাংক রেট ৭ শতাংশের স্থলে ৫ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে।

ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প পণ্যের উৎপাদন সূচক

ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উপাদান পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হ'ল ঐ শিল্পের উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরের ভিত্তিতে (১৯৮৮-৮৯=১০০) মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরের ১৭৯.৩০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২-০৩ অর্থবছরে ২৫৪.৪৫-এ দাঁড়ায়। ২০০১-০২ অর্থবছর হতে ২০০২-০৩ অর্থবছরে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫৭ শতাংশ বেশি। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে এ সূচকের গড় দাঁড়ায় ২৫৫.২০। নিম্নের সারণি ৮.২-এ ১৯৯৬-৯৭ থেকে চলতি অর্থবছরের (২০০৩-০৪) ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং পরিশিষ্ট সারণি ২৬-এ পূর্ববর্তী বছরসমূহের উৎপাদন সূচক ও পরিশিষ্ট সারণি ২৭-এ বিগত সাত বছরের প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ঃ

সারণি ৮.২ঃ ১৯৯৬/৯৬-২০০৩/০৪ (১৯৮৮-৮৯=১০০) মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক
(Quantum Index of Production)

শিল্পের উৎপাদন সূচক মাঝারী থেকে বৃহৎ	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪ (জুলাই - ডিসেম্বর)
	১৭৯.৩০	১৯৫.৯৪	২০৪.১৭	২১৪.৩	২২৮.৪৩	২৩৮.৭৫	২৫৪.৪৫	২৫৫.২০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (Small and Medium Enterprises)

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো Forward and Backward Linkage এর মাধ্যমে দেশিয় মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য তৈরি করতে সক্ষম যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক। পল্লী অর্থনীতির খামার বহির্ভূত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণদাতাদেরকে কৃষি এবং ক্ষুদ্রঋণ অর্থায়নের ন্যায় এখনও যথাযথভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। এগুলো মূলতঃ ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সঞ্চয়ের সমমূলধন ভিত্তিক অর্থায়নের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তবে এসএমই কর্তৃক কর্মসংস্থান সৃষ্টির বৃহৎ সম্ভবনা নীতি নির্ধারক এবং পর্যবেক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং এলক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণের নানাবিধ উদ্যোগ অব্যাহত আছে।

বর্তমান সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং ব্যবসায়ী কর্মকান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ঋণ প্রদানের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। দারিদ্র বিমোচন কৌশলের অংশ হিসেবে সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি তাদের ব্যবসায়ী কর্মকান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ''স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ'' খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে তফসিল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১০০ কোটি টাকার একটি স্কীম গ্রহণ করেছে। এর ফলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের

সুযোগ সৃষ্টি হবে অপরদিকে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের আওতাভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ হচ্ছে ঃ তাঁত ও হস্ত শিল্প, ক্ষুদ্র মেশিন সপ, প্রিন্টিং প্রেস, বাইসাইকেল ও রিক্সা সংযোজন, কৃষিজাত পণ্য, কাঠ ও ষ্টীল ফার্নিচার, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স, জুতা, প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি, বস্ত্রজাত শিল্প, কম্পিউটার সফটওয়্যার, তথ্য প্রযুক্তি, বিশেষায়িত রেশমবস্ত্র ইত্যাদি। বাংলাদেশের শিল্প খাতের কর্মসংস্থানের ৮৭ শতাংশ ও দেশিয় মূল্য সংযোজনের ৩৩ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প হতে পাওয়া যায়। (উৎসঃ- ডিসিসিআই সমীক্ষা)।

বেকার যুবক কর্তৃক পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী ছোট এন্টারপ্রাইজসমূহের প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক ঋণ প্রদান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। অর্থবছর ২০০৩ এ ব্যাংকটি ৯৪৮৬ জন শিল্প উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ০.২৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং পূর্ব প্রদত্ত ঋণ হতে ০.২৬ বিলিয়ন টাকা আদায় করে। অর্থবছর ২০০২ এ ৯৫৪৬ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ০.২৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ পরিস্থিতি জুন ২০০২ শেষে ৮.৩ শতাংশ থেকে অবনমিত হয়ে জুন ০৩ শেষে ২৫.০ শতাংশে দাঁড়ায়, মূলত তুলনামূলক স্বল্পমেয়াদি ঋণই (সাধারণত দু'বছর) মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পণ্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা সদস্যদের নিকট ঋণ বিতরণ করা হয়। ব্যাংকটি ২০০৩ অর্থবছরে ০.৮২ বিলিয়ন টাকা এবং ২০০২ অর্থবছরে ০.৬৭ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে। জুন ০৩ শেষে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বকেয়া ঋণ স্থিতির ২.০৮ শতাংশ ছিল।

অর্থবছর ০৩ এ বেসিক ব্যাংকের এসএমই ঋণ বিতরণ ছিল ৭.০৭ বিলিয়ন টাকা। জুন, ২০০৩ শেষে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ ছিল বকেয়া স্থিতির ১০.৭ শতাংশ।

উপরোল্লিখিত ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ছাড়াও এসএমই অর্থায়নে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং সংস্থা; যেমন-যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বিআরডিবি, বার্ড ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যান্য নানাবিধ কার্যক্রম প্রচলিত আছে। তবে, পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের চেয়ে ব্যাপকতায় এবং দক্ষতায় এসএমই অর্থায়নের সার্বিক প্রসার এখনও অনেক কম।

বক্স ৮.১ঃ স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃ অর্থায়ন ও পরিশোধ স্কীম-এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক. **পুনঃ অর্থায়ন স্কীম**

- যে সমস্ত শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১.০০ কোটি টাকা সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আলোচ্য স্কীমের আওতায় ''স্মল এন্টারপ্রাইজ'' হিসেবে গণ্য হবে;
- ''স্মল এন্টারপ্রাইজ'' খাতে এককক্ষেত্রে ২.০০ লক্ষ টাকা থেকে ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মেয়াদি বা চলতি মূলধন বাবদ প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিতরণকৃত ঋণের ১০০% পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ''আগে আসলে আগে পাবেন'' ভিত্তিতে প্রদেয় হবে;
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের উপর প্রচলিত ব্যাংক রেটে (Prevailing Bank Rate) গ্রাহক পর্যায়ে অর্থায়নকারি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্ব-নির্ধারিত সুদ হার প্রয়োজ্য হবে;
- ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত ছকে প্রতি তিনমাস পর পর স্কীমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন পেশ করবে;
- আলোচ্য স্কীমের তহবিল ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি ছয় মাস সময়ের জন্য স্কীমের আওতায় নির্ধারিত খাতে সম্ভাব্য ঋণ বিতরণের পরিমান ও তার বিপরীতে প্রয়োজনীয় পুনঃঅর্থায়নের পরিমান সম্পর্কে একটি আগাম প্রাক্কলন যান্মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করবে;
- পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা তথ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণসহ চলতি মুলধন খাতের জন্যও প্রযোজ্য হবে। চলতি মূধলন সর্বোচ্চ এক বছর মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ঋণ সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদি হবে।

খ. পরিশোধ স্কীম

- চলতি মূধলনঃ ঋণ গ্রহণের তারিখ থেকে দু'টি সমান যান্মাসিক কিস্তিতে এক বছরে সুদসহ পরিশোধ্য;
- মধ্য-মেয়াদি ঋণঃ ঋণ গ্রহণের তারিখ থেকে ৬ মাস রেয়াতি সময়সহ সমান ৫টি যান্মাসিক কিস্তিতে তিন বছরের সুদসহ পরিশোধ্য;
- দীর্ঘ মেয়াদি ঋণঃ ঋণ গ্রহণের তারিখ থেকে ৬ মাস রেয়াতি সময়সহ ৯টি সমান যান্মাসিক কিস্তিতে পাঁচ বছরে সুদসহ পরিশোধ্য।

উৎসঃ ২০০৪, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিসিসিআই এর এক সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যেরভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মালিকানার ধরণ এবং পণ্য বিক্রির স্থানের চিত্র সারণি ৮.৩ ও ৮.৪ এ তুলে ধরা হ'ল।

সারণি ৮.৩ মালিকানার ধরণ অনুযায়ী এসএমইসমূহের বৈশিষ্ট্য

মালিকানার ধরন	শতকরা
একক উদ্যোগ	৩৮.২
যৌথ উদ্যোগ	৯.১
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	৪৫.৫
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি	৭.৩
মোট	১০০

উৎসঃ ২০০৪, ডিসিসিআই।

সারণি ৮.৪ এসএমই সমূহের পণ্য বিক্রয় ক্ষেত্রে বাজারের চিত্র

এসএমইসমূহের জন্য বিক্রির বাজার	শতকরা ভাগ
পাইকারী বাজার	৬৬.৭
সাধারণ বাজার	৫৫.৬
শিল্প বাজার	৩৩.৩
আন্তর্জাতিক বাজার	৪৮.১
মোট	২০৩.৭

উৎসঃ ২০০৪, ডিসিসিআই।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের কার্যক্রম

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) দেশে ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প বিকাশের স্বার্থে বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিসিকের উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, বিগত সাত বছরে বিসিক-এর আওতাধীন শিল্প উদ্যোক্তার সংখ্যা ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরের ২৫,১৯১ হতে ২০০১-০২ অর্থবছরে ৪১,৮১১ তে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থবছরে শিল্প উদ্যোক্তার লক্ষ্যমাত্রা ৪৪,৩২৮ নির্ধারিত হলেও অর্জিত হয়েছে ৪০,৮৬৫। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত শিল্প উদ্যোক্তার সংখ্যা ৩৩,১১৬টি। ২০০২-০৩ অর্থবছরে নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের লক্ষ্যমাত্রার ৭,৪৬০টির বিপরীতে ৪,৬৯৫ টি নিবন্ধীকৃত হয়। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৩-এ নিবন্ধনকৃত শিল্পের সংখ্যা ৪,৯৬১ টি। ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৩,০৩০ টি ক্ষুদ্র ও ১,৬৬৫ টি কুটির শিল্পকে বিসিক এ নিবন্ধন করা হয়েছে। তাছাড়া ২০০২-০৩ অর্থবছরে পূর্বের ৯৯০টিসহ নতুন ১,৩০০টি ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটকে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। একই বছরে পূর্বের ১২,৯৫১ টি কুটির শিল্পসহ নতুন ১৮,৮৫০ টি কুটির শিল্প ইউনিটকে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিসিক-এর অধীনস্ত নিবন্ধনকৃত শিল্প ইউনিট-এর আওতায় ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে যেখানে ৫০,৮৭৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছিল সেখানে ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৯৭,৯৫৭ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত ক্ষুদ্র শিল্পে ২৩৬১২ জন এবং কুটির শিল্পে ৪০৬৭৬ জন হিসেবে মোট ৬৪২৮৮ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদনঃ

বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর অধীনস্থ ইউরিয়া সারকারখানা সমূহে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ২০.১০ লক্ষ মেঃটন ইউরিয়া, ১.৯০ লক্ষ মেঃ টন টিএসপি,৩০,০০০ মেঃ টন কাগজও ১.৭৫ লক্ষ মেঃ টন সিমেন্ট উৎপাদন হয়েছে। বিসিআইসি'র রাজস্ব আয় ১৯৯৬-৯৭ এর তুলনায় শতকরা ১৮ ভাগ এবং বিএয় ব্যয় ৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিচালন লোকসান ২০০.৬৮ কোটি টাকা থেকে কমে বর্তমানে ৯৪.৩১ কোটি টাকা এবং নীট লোকসান ২৩৭.৯২ কোটি টাকা থেকে ১১৩.৬৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি) এর নিয়ন্ত্রাধীন মিলের বর্তমানে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে ১০টি মিলের ১৩টি ইউনিটে উৎপাদন হচ্ছে। এ মিলসমূহের সূতা উৎপাদন ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের ৬৭.৭৭ লক্ষ কেজি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে ৬৯.৭১ লক্ষ কেজিতে দাঁড়ায়, এ সময়ে রাজস্ব আয় ৮১.৫৭ কোটি টাকা থেকে ৩৮.৭১ কোটি টাকা এবং বিএয় ব্যয় ২১১.৮০ কোটি টাকা থেকে ৫৫.৭৫ কোটি টাকায় হ্রাস পায়। ফলে পরিচালন লোকসান ১৩০.২৩ কোটি টাকা থেকে ১৭.০৪ কোটি টাকা এবং নীট লোকসান ১৬৩.২৬ কোটি টাকা থেকে ৩০.০১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনে (বিএসএফআইসি) ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ১,১৯,০০০ মেঃ টন

চিনি উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এ সংস্থার পরিচালন লোকসান ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে ৭৩.৩১ কোটি টাকা ছিল। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে এ লোকসান ৪৪.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) পাট পন্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ২৬.০৪ কোটি টাকা ভর্তুকি পেয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে পাট পন্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এফ ও বি মূল্যের ৭.৫% হারে বাজেটে ৩৮.২০ কোটি টাকা ভর্তুকীর সংস্থান রাখা হযেছে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের পারিচালন লোকসান ১৯৯.৪৫ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ৮৮.৯৩ কোটিা টাকা এবং ঐ সময়ে নীট লোকসান ২৫১.৭১ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৫৪.৫১ কোটি টাকা দাঁড়ায়। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের (বিএসইসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি শিল্প ইউনিট চালু রয়েছে। এ কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে সংস্থার নীট মুনাফা ছিল ১৪.৮৪ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরে (২০০৩-০৪) এর নীট মুনাফা ১০.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানধীন শিল্প খাতভুক্ত সংস্থাসমূহের সংস্থার কর্মসূচি

রাষ্ট্রীয় শিল্প খাতের অদক্ষতার প্রেক্ষাপটে বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে যা নিম্নে বর্নিত হলোঃ

(ক) আর্থিক দুর্দশাগ্রস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের মিলসমূহ ক্রমান্বয়ে বেসরকারিকরণ;

(খ) বেসরকারিকরণ অথবা বন্ধকৃত মিলসমূহের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী দায় দেনা নিষ্পত্তিকরণ;

(গ) চালু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের অতিরিক্ত জনবল হ্রাসসহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাসকরণ পূর্বক লোকসান কমানো;

(ঘ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক নিরীক্ষা সময়মত সম্পাদনের ব্যবস্থা করা,

(ঙ) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা আরোপের লক্ষ্যে পুরস্কার /শাস্তি স্কীম সম্প্রসারণ করা, ও

(চ) রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন শিল্প সংস্থার উৎপাদিত দ্রব্য/সেবার মূল্য বাজার চাহিদা ও উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে সংশোধন করা ইত্যাদি।

প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের বেসরকারিকরণ কার্যক্রমকে আইনী কাঠামোর আওতায় পরিচালনার উদ্দেশ্যে বেসরকারিকরণ আইন ২০০০ প্রণীত হয়। এ আইনের বিধানাবলীর অধীন প্রণীত বেসরকারিকরণ নীতিমালা, ২০০১ অনুসারে সরকারের বেসরকারিকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাস্তবভিত্তিক বাজারমূল্য নিরূপনের উদ্দেশ্যে সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ মূল্যায়নের বিদ্যমান দিক-নির্দেশাবলীর ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নপূর্বক আন্তর্জাতিক একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এর আলোকে মূল্যায়নের নতুন দিক-নির্দেশনাবলী প্রস্তাবিত বেসরকারিকরণ প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব সংস্কার কার্যক্রম সরকারের বেসরকারিকরণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন আরো ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে বেসরকারিকরণ কার্যক্রমে ইতিবাচক/কাঙ্খিত গতি সঞ্চারিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের (২০০৩-০৪) ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১২ (বার) টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে ১৩ (তের)টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তর করা হলো এবং আরো ৬টি প্রতিষ্ঠান অতিশীঘ্র সংশ্লিষ্ট ক্রেতাগণের অনুকূলে হস্তান্তর করা সম্ভবপর হবে।

শিল্প বিনেয়োগ পরিস্থিতি

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়েছে এবং বেসরকারি খাতে স্থানীয় ও বিদেশি বিনেয়োগে আশাপদ গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়েছে।

বিনিয়োগ নিবন্ধন, বিনিয়োগ পরিসংখ্যান, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমাদানি, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি বিনিয়োগ সম্পর্কিত নির্দেশকসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার দেশে একটি বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। ২০০২ অর্থবছর হতে বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম ১১ মাসে নিবন্ধিত স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ তৎপূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মোট নিবন্ধনকে অতিক্রম করে ১১% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই সময়ে মোট স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ৩৩১৯৮ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে ছিল ২৯৯১৪ কোটি টাকা। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০০২ পঞ্জিকা বর্ষে দেশে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমান ছিল ৩২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০০৩ পঞ্জিকা বর্ষে ৩২% বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে প্রথম ৮ মাসে Cash FDI বৃদ্ধির হার ৮১%।

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা শিল্প বিনিয়োগের একটি অন্যতম সূচক। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০০০-০১ পর্যন্ত মোট পাঁচ বছরে ঋণপত্র ভিত্তিক মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির মোট পরিমাণ ছিল ৯১১১ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি হয়েছে ১১৫৯৪ কোটি টাকার। যা পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মোট পরিমাণের চেয়ে ২৩% বেশি। ২০০২-০৩ অর্থবছরে মুলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪৪% এবং বর্তমান অর্থ বছরেও উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলিত হিসাবনুযায়ী ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি ৭.৪১% যা বিগত ছয় বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে বিনিয়োগ চাঙ্গা হওয়ার ফলে দেশে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রবৃদ্ধি আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ হয়েছে প্রধানতঃ বস্ত্র, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কাঁচ ও সিরামিক, রসায়ন এবং প্রকৌশল শিল্প খাতে। বিদেশি বিনিয়োগের প্রধান খাতগুলো হচ্ছে টেলিযোগাযোগ, এনার্জি, কৃষি ভিত্তিক শিল্প, রসায়ন এবং বস্ত্র। দেশি এবং বিদেশি উভয়খাতে বস্ত্র শিল্পে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ হওয়ার ফলে এই খাতে ক্রমাগতভাবে Backward Linkage প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে আশা করা যায় যে, ২০০৫ সালের Post-MFA অনিশ্চয়তা আমরা সাফল্যের সঙ্গে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হব।

বর্তমান অর্থবছরে বিনিয়োগ এবং শিল্পে ঊর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে মূলতঃ তৎপূর্ববর্তী দুই বছরে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্নমুখী কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে। সরকারের এধরণের সংস্কার এবং প্রো-এ্যাকটিভ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

আধুনিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের অন্যতম ঘোষিত নীতি। এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে দেশে বিনিয়োগ উন্নয়নে নিয়োজিত প্রধান সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাভুক্ত বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি E-governance কার্যক্রম চালু হয়েছে। এ ধরণের কার্যক্রম গ্রহণের ফলে আশা করা যায় যে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগে আরও উৎসাহিত হবেন এবং দেশে সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরও উন্নতি লাভ করবে।

এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকারের বিনিয়োগ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক সাফল্যের উল্লেখযোগ্য দিকগুলোকে নিম্নেবর্ণিত চারটি আঙ্গিকে বিবেচনা করা হয়েছেঃ

১. প্রকৃত বিনিয়োগ পরিসংখ্যান,
২. বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন,
৩. মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা, এবং
৪. শিল্পখাতে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি।

প্রকৃত বিনিয়োগ পরিসংখ্যান

প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগ

প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের হিসাব সংকলনের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড পরিচালিত তৃতীয় FDI Inflow Survey চলমান রয়েছে। তবে বিনিয়োগ বোর্ড ও বেপজাতে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানগুলো হতে ২৫ এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক

২০০৩ সালে প্রকৃত FDI Inflow -র পরিমাণ প্রায় ৪৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য, বিনিয়োগ বোর্ডে কৌশলগত পরিকল্পনা মোতাবেক ২০০৩ সালে FDI -এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিচের সারণি-৮.৫ এ প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারীণ ৮.৫ঃ ২০০৩ সালে বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ

বিবরণ	২০০২ (জানু-ডিসে) (১)	২০০৩ (জানু-ডিসে) (২)	প্রবৃদ্ধি (%)	শতকরা ভাগ
১. ইকুইটি মুলধন	১৩৩.৮	১৯৮.৩৬	৪৮.৩%	৪৫.৯%
২. পুনঃ বিনিয়োগ	১১৬.৮	১৮৬.৪৭	৫৯.৬%	৪৩.২%
৩. আন্তঃকোম্পানি ঋণ	৭৭.৭	৪৬.৯৭	-৩৯.৫%	১০.৯%
মোট	**৩২৮.৩**	**৪৩১.৮**	**৩১.৫%**	**১০০%**

উৎসঃ (১) বাংলাদেশ ব্যাংকের Enterprise Survey

(২) বিনিয়োগ বোর্ড ও বেপজার FDI Inflow Survey-র সাময়িক ফলাফল।

প্রকৃত স্থানীয় বিনিয়োগ

বিনিয়োগ বোর্ড পরিচালিত সাম্প্রতিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের জরিপে দেখা গেছে, স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার প্রায় ৮৫% প্রকল্পই বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নাধীন আছে।

বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন

বিনিয়োগ নিবন্ধনের মাধ্যমে একজন বিনিয়োগকারি তার বিনিয়োগ ইচ্ছার (intent for investment) আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবনা পেশ করেন। পরবর্তীতে বিস্তারিত সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ধাপে ধাপে প্রস্তাবনা মোতাবেক বিনিয়োগ করেন। ফলে নিবন্ধন তথ্য থেকে প্রকৃত বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের প্রক্ষেপন (projection) সম্ভব হয়। নিচের সারণি ৮.৬-এ ১৯৯১-৯২ অর্থবছর হতে ২০০৩-০৪ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত নিবন্ধিত বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণগত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৮.৬ঃ ১৯৯১-৯২ অর্থবছর হতে ২০০৩-০৪ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত বিনিয়োগ প্রস্তাবনা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনা	বিদেশি বিনিয়োগ প্রস্তাবনা	মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা	প্রবৃদ্ধির হার (%)
১৯৯১-৯২	৯১	২৫	১১৬	-
১৯৯২-৯৩	৯০	৫৩	১৪৩	২৩
১৯৯৩-৯৪	৪৫৭	৮০৪	১,২৬১	৭৮২
১৯৯৪-৯৫	৮৪৬	৭৩০	১,৫৭৬	২৫
১৯৯৫-৯৬	১,১৭১	১,৫১৬	২,৬৮৭	৭০
১৯৯৬-৯৭	১,১০৮	১,০৫৪	২,১৬২	-২০
১৯৯৭-৯৮	১,১৩৭	৩,৪৪০	৪,৫৭৭	১১২
১৯৯৮-৯৯	১,১৮৩	১,৯২৬	৩,১০৯	-৩২
১৯৯৯-০০	১,৩২৪	২,১১৯	৩,৪৪৩	১১
২০০০-০১	১,৪২০	১,২৭১	২,৬৯১	-২২
২০০১-০২	১,৫৩১	৩০২	১,৮৩৩	-৩২
২০০২-০৩	২,০২৭	৩৬৮	২,৩৯৫	৩১
২০০৩-০৪ (মার্চ, ২০০৪ পর্যন্ত)	১,৫২২	৩৯০	১,৯১২	২৯

উৎসঃ১৮ মে ২০০৪, বিনিয়োগ বোর্ড।

স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০০৩-০৪ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই ২০০৩ থেকে মার্চ ২০০৪) স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনে সার্বিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ১৯.৮৩%। এই সময়ে স্থানীয় বিনিয়োগ সম্বলিত মোট ১,২২৬টি শিল্প প্রস্তাবনা বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত হয়েছে, যাতে

প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৫২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। স্থানীয় বিনিয়োগের খাতভিত্তিক বিভাজন সারণি ৮.৭-এ প্রদর্শিত হলোঃ

সারণি ৮.৭ঃ ২০০৩-০৪ অর্থবছরে জুলাই থেকে মার্চ সময়কালে নিবন্ধিত স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতওয়ারী বিবরণ*

শিল্পখাত	বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		খাতের অংশ
	সংখ্যা	পরিমাণ (মিঃ মার্কিন ডলার)	
বস্ত্রভিত্তিক শিল্প	৬০৭	৪১৬.৭৭	২৭.৩৮
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৬০	২৫১.৯৮	১৬.৫৫
কাঁচ ও সিরামিক শিল্প	১৩	২১৮.৭৩	১৪.৩৭
রসায়ন শিল্প	৯৬	১৭৩.৫৮	১১.৪০
প্রকৌশল শিল্প	১৬১	১৪১.৩৩	৯.২৮
সেবা শিল্প	৮৬	১৩১.৪৩	৮.৬৩
খাদ্যভিত্তিক শিল্প	৭৫	১০৮.১৬	৭.১০
মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প	৮৭	৫১.৭৫	৩.৪০
চামড়া ও রাবারজাতীয় শিল্প	৯	৪.৩৫	০.২৯
বিবিধ/এনইসি	৩২	২৪.২৪	১.৫৯
মোট	১,২২৬	১,৫২২.৩১	১০০

উৎসঃ আইআইএমসি অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড, এপ্রিল ২০০৪। *সাময়িক হিসাব।

বিদেশি বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০০৩-০৪ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধনে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৮৫%। এই সময়ে মোট ১০৪টি নিবন্ধিত বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মোট পরিমাণ ৩৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাত-ভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেবা ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে নিবন্ধনের হার সবচেয়ে বেশি (সারণি ৮.৮)।

সারণি ৮.৮ঃ ২০০৩-০৪ অর্থবছরে জুলাই থেকে মার্চ সময়কালে নিবন্ধিত বিদেশি বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতওয়ারী বিবরণ*

শিল্পখাত	বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		খাতের অংশ
	সংখ্যা	পরিমাণ (মিঃ মার্কিন ডলার)	
সেবা শিল্প	৩১	২৬৯.১৫	৬৮.৯৫
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৯	২৯.৬১	৭.৫৯
রসায়ন শিল্প	১৪	২৭.৮১	৭.১২
বস্ত্রভিত্তিক শিল্প	১৮	২২.৪০	৫.৭৪
খাদ্যভিত্তিক শিল্প	১১	১৫.১৩	৩.৮৮
চামড়া ও রাবারজাতীয় শিল্প	৩	১২.৭৫	৩.২৭
মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প	৩	৭.০৩	১.৮০
প্রকৌশল শিল্প	১২	৫.৬৬	১.৪৫
কাঁচ ও সিরামিক শিল্প	১	০.৪১	০.১১
বিবিধ/এনইসি	২	০.৪১	০.১১
মোট	১০৪	৩৯০.৩৬	১০০

উৎসঃ আইআইএমসি অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড, এপ্রিল ২০০৪। *সাময়িক হিসাব।

একই সময়ে দেশওয়ারি বিভাজনে দেখা যায় যুক্তরাজ্য থেকে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ নিবন্ধিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চীন। সারণি ৮.১১-এ নিবন্ধিত বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাত ভিত্তিক এবং সারণি ৮.১০-এ দেশভিত্তিক বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণি ৮.৯ঃ ২০০৩-০৪ অর্থবছরে জুলাই - এপ্রিল সময়কালে নিবন্ধিত বেদেশি বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ*

দেশ	শিল্পের সংখ্যা	প্রস্তাবিত বিনিয়োগ (মিঃ মার্কিন ডলার)
যুক্তরাজ্য	১৩	১৬১.২৯
চীন	১০	৭৮.৪৭
সুইজারল্যান্ড	৪	২৩.১১
কানাডা	৫	২২.৪৫
দক্ষিণ কোরিয়া	১২	২১.৪৬
ভারত	৬	১৮.৭০
যুক্তরাষ্ট্র	৬	১২.০২
ইতালী	১	১০.০৮
সিংগাপুর	৫	৯.২৬
অষ্ট্রেলিয়া	৩	৭.২৭
নেদারল্যান্ড	২	৪.৬১
জাপান	৯	৪.৪১
সৌদী আবর	১	৩.৪৬
জার্মানী	৩	৩.৪৪
তাইওয়ান	৫	২.০৮
ওমান	১	১.৯২
ইউ এ ই	৩	১.৮৬
পাকিস্তান	৪	১.১১
ফ্রান্স	১	০.৯৬
ডেনমার্ক	৩	০.৬০
সুইডেন	১	০.৪৭
মায়ানমার	১	০.৩৯
আয়ারল্যান্ড	১	০.২৭
কুয়েত	১	০.২৫
শ্রীলংকা	১	০.২৪
হংকং	১	০.১৩
থাইল্যান্ড	১	০.০৭
মোট	১০৪	৩৯০.৩৬

উৎসঃ আইআইএমসি অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড, এপ্রিল ২০০৪। *সাময়িক হিসাব।

মুলধনি যন্ত্রপাতি আমাদানির ধারা

মূলধনি যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামালের আমদানি ধারা শিল্প বিনিয়োগ প্রবণতার একটি অন্যতম সূচক। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০০০-০১ পর্যন্ত মোট পাঁচ বছরে ঋণপত্র ভিত্তিক মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানির মোট পরিমাণ ছিল ৯,১১১ কোটি টাকা। বর্তমান সরকারের আমলে বিগত দুই বছর আট মাসে তা দাঁড়ায় ১১,৫৯৪ কোটি টাকায় যা পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মোট পরিমাণের চেয়ে ২৩.৪৯% বেশি। উল্লেখ্য, ২০০২-০৩ অর্থবছরে মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানিতে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৪৪.৬% (মোট ৪,৭৫৪ কোটি টাকা) সারণি-৮.১০।

সারণি ৮.১০ঃ ঋণপত্রভিত্তিক মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির গতিধারা ১৯৯৬-২০০৪।

বছর	পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১৯৯৬-৯৭	১,৩৮২.৭২
১৯৯৭-৯৮	১,৩৬৯.৭১
১৯৯৮-৯৯	১,৫১৫.০৭
১৯৯৯-২০০০	২,১০৬.৯৬
২০০০-০১	২,৭৩৬.১৮
পাঁচ বছরের মোট	৯,১১০.৯৪
২০০১-০২	৩,২৮৮.১৭
২০০২-০৩	৪,৭৫৪.৩৭
২০০৩-০৪ (জুলাই-ফেব্রু)	৩,৫৬০.৬৪
দুই বছর আট মাসের মোট	১১,৫৯৪.৯৪

উৎসঃ আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের মাসিক প্রতিবেদন ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

জিডিপি'তে শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি

১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে শিল্পখাতে (manufacturing) গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.২১%। কিন্তু ১৯৯৭ থেকে ২০০১ অর্থবছর পর্যন্ত বছরে শিল্পখাতে গড় প্রবৃদ্ধি আশংকাজনকহারে ৫.৬৪ শতাংশে নেমে আসে। ২০০৩ অর্থবছরে তা ৬.৬ শতাংশে উন্নীত হয় (লেখচিত্র-৮.১)।

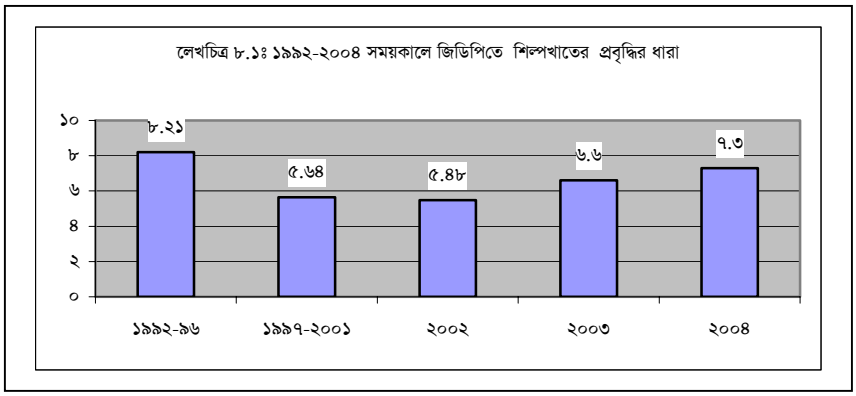

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাম্প্রতিক গতিধারা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ২০০৪ অর্থবছরে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। বর্তমান অর্থবছরে প্রাক্কলিত ঊর্ধ্বমূখী প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে মূলতঃ তৎপূর্ববর্তী দুই বছরে বিনিয়োগ বোর্ডসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যকরী পদেক্ষপ বাস্তবায়নের ফলে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

সারণি ৮.১১ ও সারণি ৮.১২ -এ দেশের ছয়টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, মংলা, উত্তরা ও ঈশ্বরদী ইপিজেড) চালু শিল্প সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, জনবল ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হয়েছে। মার্চ, ২০০৪ পর্যন্ত এ ছয়টি অঞ্চলে মোট ১৯৬ টি শিল্প চালু ছিল যার মোট বিনিয়োগ ব্যয় ৭০৮.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । চালু শিল্পের মধ্যে শতকরা প্রায় ২১ ভাগ তৈরি পোষাক শিল্প ও ১০ ভাগ বস্ত্র শিল্পসমূহে মোট ১,৩৫,১৯৬ জন স্থানীয় জনবল কর্মরত রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ ১৫টি, ঢাকা ইপিজেড-এ ১৬টি, কুমিল্লা ইপিজেড-এ ৮টি, মংলা ইপিজেড-এ ৭টি ও ঈশ্বরদী ইপিজেড-এ ২টি, উত্তরা ইপিজেড-এ ৪টিসহ মোট ৫২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত শিল্প কারখানাগুলো চালু হলে প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী আরও ২৪,৭০০ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ২০০২-০৩ অর্থবছরে ইপিজেড-এর শিল্প কারখানা হতে ১,২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা জাতীয় রপ্তানির ১৯ শতাংশ। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১,২২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের মার্চ, ২০০৪ পর্যন্ত ৯৫১.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে যা ২০০৩-০৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার ৭৮ শতাংশ।

সারণি ৮.১১ঃ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড)-এর অধীনস্ত চালুকৃত শিল্পসমূহ ও মোট বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান (মার্চ, ২০০৪ পর্যন্ত)

পণ্য দ্রব্য	শিল্পের সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মোট জনবল
প্রস্তুতকৃত পোষাক	৪২	১৮৮.৬৪	৬৮,৩২২
ইলেকট্রনিক্স	১১	৪১.৭৪	২,৪১০
বস্ত্র	২০	১৬৬.৪০	১৫,০১২
ধাতব দ্রব্য	১১	১৬.৫২	১,১১২
চামড়াজাত দ্রব্য ও জুতা	১৩	৪৭.৫৭	৫,৩৮৮
প্লাষ্টিক দ্রব্য	১১	১৭.৮০	১,২১২
অন্যান্য	৮৮	২৩০.১৯	৪২,৪৫০
মোট	১৯৬	৭০৮.৮৬	১,৩৫,৯১৬

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)।

সারণি ৮.১২ ঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, মংলা, কুমিল্লা, উত্তরা ও ঈশ্বরদী ইপিজেডে বার্ষিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ (১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০৩-০৪ অর্থবছর পর্যন্ত)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০ (মার্চ '০৪)
ঢাকা	বিনিয়োগের পরিমান	১৪.৪৫	৩১.০১	২৬.২৪	৩৫.৪৫	১৯.৮০	২৪.০৫	৩২.০১	৫৯.১৪	৩১.৭৫
	রপ্তানির পরিমান	৭৩.২২	১১৯.৪৫	১৮৫.৬৪	২৫৯.৫৮	৩৬৪.৭২	৪৪৭.৫১	৪৬৬.৭৬	৫৫৪.৭৯	৪৬৩.৩০
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগের পরিমান	১৬.১৩	২২.৮৯	৪২.৫৯	৩৬.১১	১৪.১৮	২৪.৩০	২২.৩৭	৪২.১৪	৪০.৯০
	রপ্তানির পরিমান	২৬৩.৮	৩৪৩.৩১	৪৫০.৪১	৪৫২.১২	৫২৬.০১	৬২০.৩৫	৬৮০.৭০	৬৪১.২৮	৪৮২.৭৬
মংলা	বিনিয়োগের পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৪৫	০.৪৩	০.১১	০.৮০
	রপ্তানির পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৪৮	১.৫৫	৩.০০	২.৪৮
কুমিল্লা	বিনিয়োগের পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৬৪	১.০৫	১.৩৪
	রপ্তানির পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০১২	১.১৫	২.৭৯
উত্তরা	বিনিয়োগের পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১৬	০.২০	০.০২
	রপ্তানির পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	-	-
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগের পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০১	০.৫০	-
	রপ্তানির পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	-	-
মোট বিনিয়োগের পরিমাণ		৩০.৫৮	৫৩.৯০	৬৮.৮৩	৭১.৫৬	৩৩.৯৮	৪৮.৪১	৫৫.৭১	১০৩.১৪	৭৪.৮১
মোট রপ্তানীর পরিমাণ		৩৩৭.০২	৪৬২.৭৬	৬৩৬.০৫	৭১১.৭০	৮৯০.৭৩	১০৬৭.৯১	১১৪৯.০২	১২০০.২২	৯৫১.৩৩

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)।

শিল্প ঋণঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিল্প ঋণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। দেশে শিল্পায়নের লক্ষ্যে সরকারীভাবে ঋণ বিতরনের পরিমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে এ খাতে ২৬১৯.৫৭ কোটি টাকা এবং ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে ৪৯২৮.৯৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে এ ঋণ বিতরনের পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে ১৯,৬৬৩.৪৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে ৩,৭৪৪.৯৭ কোটি টাকা এবং ২০০২-০৩ অর্থবছরে ১৬১১৮.৩৩ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছিল। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত ১৭,৯৯৭.৬৩ কোটি টকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং এ সময়ে আদায় করা হয় ১৪,৬৩৫.৪১ কোটি টাকা । নিম্নের সারণি ৮.১৩ -এ ১৯৯১-৯২ অর্থবছর হতে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত শিল্প ঋণ পরিস্থিতি দেখানো হ'লঃ

সারণি ৮.১৩ঃ শিল্প ঋণের বছর ভিত্তিক বিতরণ ও আদায়

(কোটি টাকায়)

বছর	বিতরণ			আদায়		
	মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট	মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট
১৯৯১-৯২	৩২৮.২৪	২২৯৯.৩৩	২৬১৯.৫৭			
১৯৯২-৯৩	৭১৯.১১	২৮৩৯.০২	৩৫৭০.১৩			
১৯৯৩-৯৪	১৩৮১.১৭	৪.৭৯.১৮	৫৪৫৯.১৫			
১৯৯৪-৯৫	১২৮৯.২০	৩৬৪৭.৭৫	৪৯২৮.৯৫	৪৮১.১১	৩২৬৩.৮৬	৩৭৪৪.৯৭
১৯৯৫-৯৬	১২৪০.৪৪	৩৬৭৫.৬৯	২৪৫৬.১৩	৫১৯.৬৯	৩৪০২.৮৮	৩৯২২.৫৭
১৯৯৬-৯৭	১২০০.০০	৬১৭৯.৭৫	৮১৭৯.৭৫	৮৮৭.১৯	৫৬৯২.৭০	৬৫৭৯.৮৯
১৯৯৭-৯৮	১১২০.৩৪	৬৫৯৯.০৩	৭৭২১.৩৭	৮৫৯.৪৬	৫৪০৯.৭২	৬২৬৯.১৫
১৯৯৮-৯৯	১৩৩০.১০	৭৯০৫.৪৯	৯২৯৫.৫৯	১০৯৩.৩৯	৫২৮৯.৬৫	৬৩৭৪.৯৬
১৯৯৯-০০	১১২৭.২১	১০৬৮১.৭৪	১২৩৫৯.০০	১৬৫৩.৩৪	৭২০০.১৩	৮৮৫৩.৪৭
২০০০-০১	৩০০৪.০৭	১৩৩৮২.১৯	১৬৪২৯.৫৪	২৭৯৫.৯০	৯৭৭৭.৪৭	১২৫৭২.৫৭
২০০১-০২	৩৫০৫.১৫	১৩৭৬৫.১২	১৪২৫০.২৭	৩২১২.৯৭	৯৬৩৮.৩৪	১২৮৭৯.৩১
২০০২-০৩	৩৯৬১.৯৯	১৫৬৭১.৪৬	১৯৬৬৩.৪৪	৩৮৩৫.১২	১২২৮৩.২১	১৬১১৮.৩৩
২০০৩-০৪*	৪৭৬৫.৪৪	১৩২৬৭.১৯	১৭৯৯৭.৬৩	৩৫১৮.৩৪	৯৯৯৯৬.৮৫	১৪৬৩৫.৪৯
সর্বমোট	২৫৫০১.৫১	১০৪৭৩৯.১৪	১৩০২৪০.৬৪	১৮৮৫৫.৯০	৭৩০৬৯.৮৯	১১১২২.৭১

উঃস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *মার্চ, ২০০৪ পর্যন্ত (সাময়িক)।

উপরের সারণি ৮.১৪ এ দেখা যাচ্ছে ১৯৯১-৯২ অর্থবছর থেকে ২০০২-০৩ অর্থবছরে অনেক বেশি পরিমাণে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অর্জিত প্রবৃদ্ধি ২২.৩৩ শতাংশ। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ হ'ল ৪৭৬৫.৪৪ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০০২-০৩) একই সময়ে বিতরণকৃত মেয়াদি ঋণ ২৬৯৬.৮৭ কোটি টাকা অপেক্ষা ৭৬.৭ শতাংশ বেশি এবং একই সময়ে মেয়াদি ঋণ আদায়ের পরিমাণ বেড়ে ২৮.১৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মেয়াদি শিল্প ঋণে অনন্য এ প্রবৃদ্ধি শিল্পায়নে অভূতপূর্ব গতিশীলতা এনে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করবে এবং প্রবৃদ্ধির আরও উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করবে।